

উচ্চ মাধ্যমিক-বাংলা ২য় পত্র। সংক্ষিপ্ত সিলেবাসের আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্ন ও সমাধান।

#পরীক্ষা - ২০২৫

৪. শব্দ গঠন : উপসর্গ, সমাস..... ০৫ নম্বর

বোর্ড নির্ধারিত প্রশ্ন:

- ধাপ-১ ক) i. উপসর্গ বলতে কী বোঝ? উপসর্গ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ। (জ.বো-২৪)
ii. উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা লেখ।
iii. 'উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে'- ব্যাখ্যা কর।

অথবা

ধাপ-২ খ) প্রদত্ত ৮টি শব্দের মধ্যে ৫টি শব্দের ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করতে হবে।

সমাধান

ধাপ-১ ক)

i. উপসর্গ বলতে কী বোঝ? উপসর্গ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

উত্তর: উপসর্গ: ধাতু বা শব্দের পূর্বে যেসব ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে অথবা মূল শব্দ বা ধাতুর অর্থের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংকোচন বা প্রসারণ করে সেসব ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে উপসর্গ বলে। এই উপসর্গযোগে বাংলা ভাষায় অনেক শব্দ গঠিত হয়েছে। যেমন:- অনিয়ম (অ+নিয়ম), সুসময় (সু+সময়), প্রতিশোধ (প্রতি+শোধ)।

উপসর্গের প্রকারভেদ:

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:-

১. খাঁটি বাংলা উপসর্গ

২. সংস্কৃত বা তৎসম উপসর্গ

৩. বিদেশি উপসর্গ

১. খাঁটি বাংলা উপসর্গ: বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত নিজস্ব উপসর্গকে খাঁটি বাংলা উপসর্গ বলা হয়। এর সংখ্যা মোট একুশটি।

যথা:- অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন, কু, কদ, নি, পাতি, বি, ভর, স, রাম, সু, সা, হা।

শব্দগঠন: অ + চেনা = অচেনা; অনা + বৃষ্টি = অনাবৃষ্টি; রাম + ছাগল = রামছাগল ইত্যাদি।

২. সংস্কৃত বা তৎসম উপসর্গ: বাংলা ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়। এগুলোকে বলা হয় তৎসম শব্দ। এ শব্দগুলোর সাথে সংস্কৃত ভাষা থেকে অনেক উপসর্গও এসেছে। এ উপসর্গগুলো তৎসম শব্দের পূর্বে বসে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে থাকে। তৎসম উপসর্গ মোট বিশটি। যথা:- প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, অব, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ।

শব্দগঠন: প্র + ভাত = প্রভাত, পরা + জয় = পরাজয়, বি + জ্ঞান = বিজ্ঞান ইত্যাদি।

৩. বিদেশি উপসর্গ: বাংলা ভাষায় দীর্ঘকাল ধরে আরবি, ফারসি, ইংরেজি, হিন্দি- এসব বহু শব্দ প্রচলিত রয়েছে। এর কিছু শব্দ প্রকৃত উচ্চারণে এবং বাকিগুলো পরিবর্তিত উচ্চারণে বাংলায় ব্যবহৃত হয়। এ শব্দগুলোর সাথে বাংলায় বেশকিছু বিদেশি উপসর্গও চালু রয়েছে। দীর্ঘকাল ব্যবহারের ফলে বাংলা ভাষার সাথে এগুলো মিশে প্রায় একাকার হয়ে গেছে। নিচে এ ধরনের কয়েকটি বিদেশি উপসর্গের উদাহরণ দেওয়া হলো:

আরবি উপসর্গ: লা, গর, আম, খাস । (টেকনিক: নাগর তুই আরবের লাল আম খাস)।

শব্দগঠন: খাস + মহল = খাসমহল, লা + পাতা = লাপাতা ।

ফারসি উপসর্গ: বদ, বে, কার, বর, দর, না, ফি, কম, ব, নিম। শব্দগঠন: নিম + রাজি = নিমরাজি, কার + খানা = কারখানা
(টেকনিক: বে-কার বরের দর কম বলে নিমাই বদ-না'র ব্যবসা শুরু করে ফি-বছর উন্নতি করছে।)

ইংরেজি উপসর্গ: ফুল, হাফ, হেড, সাব। শব্দগঠন: ফুল + শার্ট = ফুলশার্ট, হেড + মাস্টার = হেডমাস্টার।

উর্দু-হিন্দি উপসর্গ: হর, হরেক। শব্দগঠন: হর + হামেশা = হরহামেশা, হরেক + রকম = হরেকরকম।

-----***-----

ii. উপসর্গ কাকে বলে? উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করো।

উত্তর: উপসর্গ: ধাতু বা শব্দের পূর্বে যেসব ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে অথবা মূল শব্দ বা ধাতুর অর্থের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংকোচন বা প্রসারণ করে সেসব ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে উপসর্গ বলে। এই উপসর্গযোগে বাংলা ভাষায় অনেক শব্দ গঠিত হয়েছে। যেমন:- অনিয়ম (অ+নিয়ম), সুসময় (সু+সময়), প্রতিশোধ (প্রতি+শোধ)।

উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা:

বাংলা শব্দগঠনের অন্যতম একটি উপায় হলো উপসর্গ। উপসর্গ বাংলা শব্দ গঠনে এবং বাংলা শব্দের অর্থ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংকোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে বাংলা ভাষায় উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। নিচে উপসর্গের কিছু প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হলো:

i. শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়: উপসর্গের মাধ্যমে যেহেতু নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়, ফলে ভাষার শব্দসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ভাষার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়। যেমন:-অনিয়ম (অ+নিয়ম), সুসময় (সু+সময়), প্রতিশোধ (প্রতি+শোধ)।

ii. ব্যঞ্জনা বাড়ে: উপসর্গের ব্যবহারে শব্দের ভাব-ব্যঞ্জনা অনেক গুণ বেড়ে যায়। যেমন: 'জয়' বললে শব্দটির যতটা ভাব প্রকাশিত হয়, পক্ষান্তরে 'বিজয়' বললে শব্দটির আবেদন অনেকটাই বেড়ে যায়।

iii. প্রকাশক্ষমতা বাড়ে: উপসর্গের ব্যবহারে ভাষার প্রকাশক্ষমতা বেড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্ভবত এ কারণেই উপসর্গের তুলনা করেছেন মাছের পাখনার সঙ্গে। কারণ, পাখনার সাহায্যে মাছ যেমন ডান-বাঁয়ে বা সামনে-পেছনে চলার জন্য বিশেষ গতি লাভ করে; ঠিক তেমনি উপসর্গের মাধ্যমে শব্দ তার ব্যবহারিক ক্ষেত্রের বিস্তৃতি ঘটিয়ে থাকে।

iv. অর্থের সম্প্রসারণ ঘটে: নির্দিষ্ট কোনো শব্দের আগে উপসর্গ যোগ করলে অনেক সময় সংশ্লিষ্ট শব্দটির অর্থের সম্প্রসারণ ঘটে। ফলে শব্দটির প্রচলিত অর্থের আবেদনে যোগ হয় ভিন্ন মাত্রা। যেমন: 'তাপ' থেকে হয় 'প্রতাপ' কিংবা পরিতাপ ইত্যাদি।

v. পরিভাষা সৃষ্টিতে: অনেক সময় উপসর্গের মাধ্যমে পরিভাষাও গঠন করা হয়। যেমন: Conductor-পরিবাহী, Requisition-অধিগ্রহণ ইত্যাদি।

উপসর্গের উপর্যুক্ত গুণাবলি বিবেচনা করে অনেক বৈয়াকরণিক মনে করেন, 'উপসর্গ কেবল প্রয়োজনীয় নয়, ভাষার পক্ষে অপরিহার্য।'

iii. 'উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে'- ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: উপসর্গ: ধাতু বা শব্দের পূর্বে যেসব ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে অথবা মূল শব্দ বা ধাতুর অর্থের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংকোচন বা প্রসারণ করে সেসব ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে উপসর্গ বলে।

যেমন:- প্র, অপ, সম, আ, সু, বি, নি। এগুলো ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে নতুন শব্দ তৈরি করে।

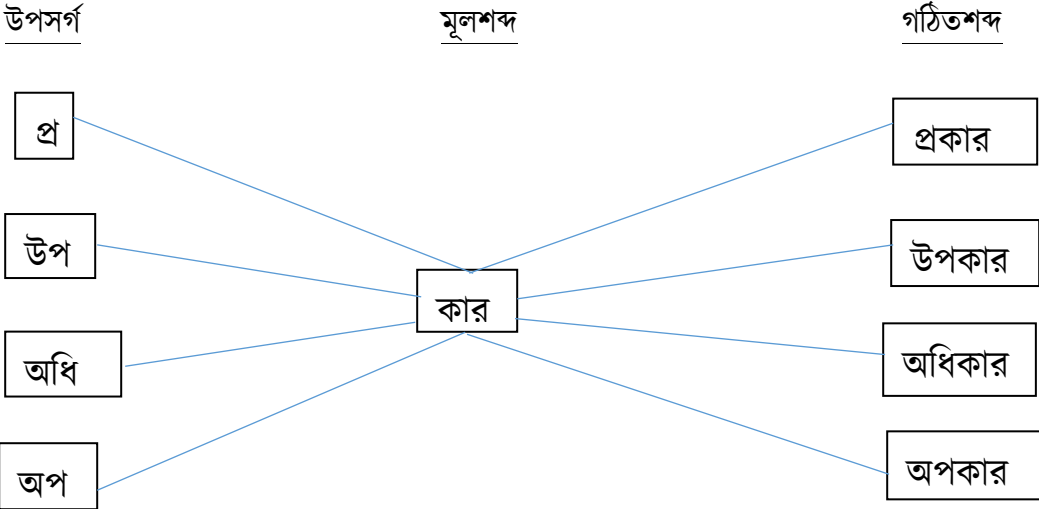
উদাহরণস্বরূপ:- প্র + হার = প্রহার, অপ + মান = অপমান, সম + আগত = সমাগত, আ + হার = আহার প্রভৃতি। এখানে প্রহার, অপমান, সমাগত, আহার এই শব্দগুলো যে শব্দ থেকে তৈরি তার থেকে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে।

উপসর্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- 'এগুলোর কোনো অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে'।

'অর্থবাচকতা' মানে নিজস্ব অর্থ। অর্থাৎ উপসর্গগুলোর নিজস্ব অর্থ বা আভিধানিক কোনো অর্থ নেই। প্রত্যেকটি উপসর্গ মূলত এক ধরনের শব্দাংশ। এরা কোথাও পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয় না।

তবে উপসর্গগুলোর অর্থদ্যোতকতা আছে।

'অর্থদ্যোতকতা' মানে অর্থ তৈরি করার ক্ষমতা। ধাতু বা শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে এরা মূল শব্দ বা ধাতুর অর্থের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংকোচন বা তার পূর্ণতা সাধন করতে পারে। যেমন: 'কার' একটি শব্দ। এর সঙ্গে বিভিন্ন উপসর্গ যুক্ত হয়ে নানা নতুন শব্দ গঠিত হতে পারে।



উপরের সাধিত শব্দগুলো থেকে প্র, উপ, অধি, অপ উপসর্গগুলো পৃথক করলে তাদের আলাদা কোনো অর্থ পাওয়া যায় না। কিন্তু অন্য শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে ওই শব্দগুলোকে নানা অর্থ বৈচিত্র্য দান করেছে। এভাবেই নিজস্ব অর্থহীন উপসর্গ অন্য কোনো শব্দ বা ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করতে পারে। এ জন্যই বলা হয় উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।

-----***-----

অথবা খ) ৮টি শব্দের মধ্যে ৫টি শব্দের ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করতে হবে।

(শিটেরগুলো ছাড়াও যত বেশি সম্ভব বোর্ডপ্রশ্ন অনুশীলন করতে হবে)

ঢাকা বোর্ড - ২০১৪

প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম

আলুনি - নুনের অভাব - অব্যয়ীভাব

বাহুলতা - বাহু লতার ন্যায় - উপমিত কর্মধারয়

মহাজন - মহান যে জন - কর্মধারয়

আয়কর-আয়ের নিমিত্ত কর - ৪র্থী তৎপুরুষ

যুগান্তর- অন্য যুগ - নিত্য সমাস

রাজধানী - রাজার ধানী(আবাস)- ষষ্ঠী তৎপুরুষ

রাজনীতি - রাজার নীতি - ষষ্ঠী তৎপুরুষ

কুসুমকোমল - কুসুমের ন্যায় কোমল - উপমান কর্মধারয়

উপকূল - কূলের সমীপে- অব্যয়ীভাব সমাস

ঢাকা বোর্ড - ২০১৫

প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম

তোমরা - তুমি ও সে - দ্বন্দ্ব সমাস

ভাতরাঁধা - ভাতকে রাঁধা- ২য়া তৎপুরুষ

বীণাপাণি - বীণা পাণিতে যার - বহুব্রীহি

ষড়ঋতু - ষড় ঋতুর সমাহার- দ্বিগু

দুর্ভিক্ষ - ভিক্ষার অভাব - অব্যয়ীভাব

তেপায়া- তিন পায়া আছে যার- বহুব্রীহি

কুসুমকোম - কুসুমের ন্যায় কোমল - উপমান কর্মধারয়

মোহনিদ্রা - মোহ রূপ নিদ্রা- রূপক কর্মধারয়

পল্লিকবি - পল্লির কবি - ষষ্ঠী তৎপুরুষ

ঢাকা বোর্ড - ২০১৬

প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম

সত্যাসত্য - সত্য ও অসত্য - দ্বন্দ্ব সমাস

আদিগন্ত - দিগন্ত পর্যন্ত - অব্যয়ীভাব

তেপান্তর- তিন প্রান্তরের সমাহার- দ্বিগু

হজযাত্রা- হজের জন্য যাত্রা- ৪র্থী তৎপুরুষ

প্রাণভোমরা - প্রাণ রূপ ভোমরা - রূপক কর্মধারয়

মতান্তর - অন্য মত - নিত্য সমাস

কোলাকুলি-কোলে কোলে যে মিলন - ব্যতিহার বহুব্রীহি

লালগোলাপ- লাল যে গোলাপ- কর্মধারয়

*ঢা.বোর্ডে ২০১৭ সালে সমাস নির্ণয়ের প্রশ্ন হয় নি।

* (ঢা.বো/সকল বোর্ড-২০১৮)

প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম

প্রভাকর- প্রভা সৃষ্টি করে যে- বহুব্রীহি

উপনদী - নদীর সদৃশ- অব্যয়ীভাব

রাজপথ - পথের রাজা - ষষ্ঠী তৎপুরুষ

উদ্বেল - বেলাকে অতিক্রান্ত - অব্যয়ীভাব

বীরকেশরী - বীর যে কেশরী- কর্মধারয়

আশীবিষ - আশীতে বিষ যার -বহুব্রীহি

বই পড়া- বইকে পড়া- দ্বিতীয়া তৎপুরুষ

অহিনকুল - অহি ও নকুল - দ্বন্দ্ব সমাস

ঢাকা বোর্ড - ২০১৯

প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম

চিরসুখী - চিরকাল ব্যাপীয়া সুখী - ২য়া তৎপুরুষ

পলাশ- পল (মাংস) মিশ্রিত অশ্ব - কর্মধারয় সমাস

বিশালাক্ষী - বিশাল অক্ষি যার- বহুব্রীহি

দেশান্তর - অন্য দেশ - নিত্য সমাস

সাত-সতের-সাত ও সতের- দ্বন্দ্ব সমাস

যথাবিধি-বিধিকে অতিক্রম না করে-অব্যয়ীভাব

সপ্তর্ষি- সপ্ত ঋষির সমাহার- দ্বিগু সমাস

মুখচন্দ্র-চন্দ্র মুখের ন্যায়-উপমিত কর্মধারয়

(** ২০২০ এ অটোপাশ এবং ২০২১ এ বাংলা পরীক্ষা হয় নি।)

ঢাকা বোর্ড - ২০২২

প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম

কালান্তর - অন্য কাল - নিত্য সমাস

মিশকালো - মিশির ন্যায় কালো - উপমান কর্মধারয়

সিংহাসন - সিংহ চিহ্নিত আসন - মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

প্রভাত - প্র (প্রকৃষ্ট) যে ভাত - প্রাদি সমাস

হাতেখড়ি - হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে - মধ্যপদ, বহুব্রীহি

তেপায়া - তিন পায়া যার - সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি

উপকণ্ঠ - কণ্ঠের সমীপে - অব্যয়ীভাব সমাস

রাজপুত্র - রাজার পুত্র - ষষ্ঠী তৎপুরুষ

রাজশাহী বোর্ড - ২০২২

প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম
দম্পতি - দম (জায়া) ও পতি - দ্বন্দ্ব সমাস
সপ্তডিঙ্গা - সপ্ত ডিঙ্গার সমাহার - দ্বিগু সমাস
প্রভাষক - প্র (প্রকৃষ্ট) যে ভাষক - প্রাদি সমাস
আয়তলোচনা - আয়ত লোচন যার - বহুব্রীহি
কুসুমকোমল - কুসুমের ন্যায় কোমল - উপমান কর্মধারয়
কবিগুরু - কবিদের গুরু - ষষ্ঠী তৎপুরুষ
যথারীতি - রীতিকে অতিক্রম না করে - অব্যয়ীভাব
উদ্বেল - বেলাকে অতিক্রান্ত - অব্যয়ীভাব

(** ২০২০ এ অটোপাশ এবং ২০২১ এ বাংলা পরীক্ষা হয় নি।)

রাজশাহী বোর্ড - ২০১৯

প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম
আরক্তি - ঈষৎ রক্তি - অব্যয়ীভাব
আয়কর-আয়ের উপর যে কর-কর্মধারয়
কুশীলব - কুশ ও লব - দ্বন্দ্ব সমাস
সশস্ত্র - অস্ত্রসহ বর্তমান - বহুব্রীহি
চতুর্দশপদী-চতুর্দশ পদের সমাহার- দ্বিগু
নীলাম্বর- নীল যে অম্বর - কর্মধারয়
পঙ্কজ- পঙ্কে জন্মে যা- উপপদ তৎপুরুষ
প্রবচন- প্র(প্রকৃষ্ট) যে বচন-প্রাদি সমাস
(*২০১৮ সালে সকল বোর্ডে একই প্রশ্ন)

রাজশাহী বোর্ড - ২০১৭

প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম
চতুষ্পদী - চার পদের সমাহার - দ্বিগু
আমরণ - মরণ পর্যন্ত - অব্যয়ীভাব
সত্যভ্রষ্ট - সত্য থেকে ভ্রষ্ট - ষ্ট্রী তৎপুরুষ
চাঁদমুখ - মুখ চাঁদের ন্যায় - উপমিত কর্মধারয়
নদীমাতৃক - নদী মাতা যার - বহুব্রীহি
সাতসতের - সাত ও সতের - দ্বন্দ্ব
রাজপুত্র - রাজার পুত্র - ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ইন্দ্রজিৎ - ইন্দ্রকে জয় করেছে যে - উপপদ তৎপুরুষ

রাজশাহী বোর্ড - ২০১৬

প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম
হিতাহিত - হিত ও অহিত - দ্বন্দ্ব
চিরস্থায়ী - চিরকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী - ২য়া তৎপুরুষ
দ্বীপ - দু দিকে অপ যার - নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি
পঙ্কজ - পঙ্কে জন্মে যা - উপপদ তৎপুরুষ
রাজপথ - পথের রাজা - ষষ্ঠী তৎপুরুষ
মিশিকালো - মিশির ন্যায় কালো - উপমান কর্মধারয়
ভবনদী - ভব রূপ নদী - রূপক কর্মধারয়
কালান্তর - অন্য কাল - নিত্য সমাস

যশোর বোর্ড - ২০২২

প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম
অহিনকুল - অহি ও নকুল - দ্বন্দ্ব সমাস
উর্ণনাভ - উর্ণ নাভিতে যার - বহুব্রীহি সমাস
শশব্যস্ত - শশকের ন্যায় ব্যস্ত - উপমান কর্মধারয়
অনাশ্রিত - নয় আশ্রিত - নঞ তৎপুরুষ
কলের গান - কলের গান - অলুক তৎপুরুষ
প্রবচন - প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন - প্রাদি সমাস
উদ্বেল - বেলাকে অতিক্রান্ত - অব্যয়ীভাব
ত্রিভুজ - ত্রি (তিন) ভুজের সমাহার - দ্বিগু সমাস

(** ২০২০ এ অটোপাশ এবং ২০২১ এ বাংলা পরীক্ষা হয় নি।)

যশোর বোর্ড - ২০১৯

প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম
যুগান্তর - অন্য যুগ - নিত্য সমাস
নদীমাতৃক - নদী মাতা যার- বহুব্রীহি
সৈন্য-সামন্ত- সৈন্য ও সামন্ত- দ্বন্দ্ব সমাস
আমরা - সে,তুমি ও আমি- দ্বন্দ্ব সমাস
সপ্তর্ষি - সপ্ত ঋষির সমাহার - দ্বিগু
সহোদর - সম উদর যাদের - বহুব্রীহি
অনাশ্রিত -নয় আশ্রিত -নঞ তৎপুরুষ
চরণকমল-চরণ কমলের ন্যায় - উপমিত কর্মধারয়

(*২০১৮ সালে সকল বোর্ডে একই প্রশ্ন)

(*২০১৭ সালে যশোর বোর্ডে সমাস থেকে প্রশ্ন হয় নি।)

যশোর বোর্ড - ২০১৬

প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম

যুগান্তর - অন্য যুগ - নিত্য সমাস
রাজপুত্র - রাজার পুত্র - ষষ্ঠী তৎপুরুষ
নীলপদ্ম - নীল যে পদ্ম - কর্মধারয়
নদীমাতৃক - নদী মাতা যার - বহুব্রীহি সমাস
দোয়াতকলম - দোয়াত ও কলম - দ্বন্দ্ব সমাস
চিরসুখী - চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী - ২য়া তৎপুরুষ
প্রবচন - প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন - প্রাদি সমাস
গৃহস্থ - গৃহে থাকে যে - উপপদ তৎপুরুষ

দিনাজপুর বোর্ড - ২০২২

প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম

অনতিবৃহৎ - নয় অতি বৃহৎ - নঞ তৎপুরুষ
আলুনি - নুনের অভাব - অব্যয়ীভাব
উদ্বেল - বেলাকে অতিক্রান্ত - অব্যয়ীভাব
উপজেলা - জেলার সদৃশ - অব্যয়ীভাব
গৃহান্তর - অন্য গৃহ - নিত্য সমাস
বিপত্নীক - বিগত হয়েছে পত্নী যার - বহুব্রীহি
দম্পতি - দম (জায়া) ও পতি - দ্বন্দ্ব সমাস
তেপায়া - তিন পায়া যার - বহুব্রীহি

(** ২০২০ এ অটোপাশ এবং ২০২১ এ বাংলা পরীক্ষা হয় নি।)

দিনাজপুর বোর্ড - ২০১৯

প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম

পুষ্প-সৌরভ- পুষ্পের সৌরভ- ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গঙ্গা-যমুনা-মেঘনা- গঙ্গা,যমুনা ও মেঘনা-দ্বন্দ্ব
চন্দ্রচূড় - চন্দ্র চূড়ায় যার - বহুব্রীহি
অনাচার- নেই আচার - নঞ তৎপুরুষ
মহাকবি - মহান যে কবি - কর্মধারয়
গুণমুগ্ধ - গুণ দ্বারা মুগ্ধ - তৎপুরুষ
সবান্বব - বান্ধবসহ বর্তমান - বহুব্রীহি
উপকণ্ঠ - কণ্ঠের সমীপে - অব্যয়ীভাব

(*২০১৮ সালে সকল বোর্ডে একই প্রশ্ন)

দিনাজপুর বোর্ড - ২০১৭

প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম

উদ্বেল - বেলাকে অতিক্রান্ত - অব্যয়ীভাব
জয়ন্তী - জন্মের জন্য উৎসব - চতুর্থী তৎপুরুষ
দম্পতি - দম (জায়া) ও পতি - দ্বন্দ্ব সমাস
সপ্তর্ষি - সপ্ত ঋষির সমাহার - দ্বিগু সমাস
ক্ষুধানল - ক্ষুধা রূপ অনল - রূপক কর্মধারয়
টেকিছাঁটা - টেকি দ্বারা ছাঁটা - ৩য়া তৎপুরুষ
বিলাতফেরত - বিলাত হতে ফেরত - ৫মী তৎপুরুষ
নদীমাতৃক - নদী মাতা যার - বহুব্রীহি

দিনাজপুর বোর্ড - ২০১৬

প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম

নবপৃথিবী - নব যে পৃথিবী - কর্মধারয়
সপ্তর্ষি - সপ্ত ঋষির সমাহার - দ্বিগু সমাস
আয়কর - আয়ের উপর ধার্য কর - কর্মধারয়
সহোদর - সহ উদর যাদের - বহুব্রীহি সমাস
রাজনীতি - রাজার নীতি - ষষ্ঠী তৎপুরুষ
আলুনি - নুনের অভাব - অব্যয়ীভাব সমাস
অনাশ্রিত - নয় আশ্রিত - নঞ তৎপুরুষ
বিলাতফেরত - বিলাত থেকে ফেরত - ৫মী তৎপুরুষ

বরিশাল বোর্ড - ২০২২

প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম

বাহুলতা - বাহু লতার ন্যায় - উপমিত কর্মধারয়
আদিগন্ত - দিগন্ত পর্যন্ত - অব্যয়ীভাব
সহোদর - সমান উদর যাদের - বহুব্রীহি
দম্পতি - দম(জায়া) ও পতি - দ্বন্দ্ব সমাস
তেপান্তর - তে (তিন) প্রান্তরের সমাহার - দ্বিগু সমাস
নদীমাতৃক - নদী মাতা যার - বহুব্রীহি
জ্যোৎস্নারাত - জ্যোৎস্না শোভিত রাত - কর্মধারয়
চিরসুখী - চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী - ২য়া তৎপুরুষ

(** ২০২০ এ অটোপাশ এবং ২০২১ এ বাংলা পরীক্ষা হয় নি।)

বরিশাল বোর্ড - ২০১৯

প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম

সলিলসমাধি- সলিলে সমাধি- তৎপুরুষ
গ্রন্থকার- গ্রন্থ রচনা করে যে- উপপদ তৎপুরুষ
আকর্ষণ- কণ্ঠ পর্যন্ত - অব্যয়ীভাব
প্রবাদ - প্র (প্রকৃষ্ট) যে বাদ - প্রাদি
উত্তরোত্তর-উত্তরকে অতিক্রম করে- অব্যয়ীভাব
নবরত্ন - নব রত্নের সমাহার - দ্বিগু
শতাব্দী - শত অব্দের সমাহার - দ্বিগু
বিষাদসিন্ধু -বিষাদ রূপ সিন্ধু- রূপক কর্মধারয়

(*২০১৮ সালে সকল বোর্ডে একই প্রশ্ন)

(*২০১৭ সালে বরিশাল বোর্ডে সমাস থেকে প্রশ্ন হয় নি।)

বরিশাল বোর্ড - ২০১৬

প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম

দম্পতি - দম (জায়া) ও পতি - দ্বন্দ্ব সমাস
চোখাচোখি - চোখে চোখে যে কথা - ব্যতিহার বহুব্রীহি
পকেটমার - পকেট মারে যে - উপপদ তৎপুরুষ
বাহুলতা - বাহু লতার ন্যায় - উপমিত কর্মধারয়
সেতার - সে (তিন) তার যে যন্ত্রের - বহুব্রীহি
ব-দ্বীপ - ব আকারের যে দ্বীপ - কর্মধারয়
তুষারধবল - তুষারের ন্যায় ধবল - উপমান কর্মধারয়
অমানুষ - নয় মানুষ - নঞ তৎপুরুষ

চট্টগ্রাম বোর্ড - ২০২২

প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম

রক্তনদী - রক্ত ধারার মতো প্রবাহিত নদী - কর্মধারয়
দোটানা - দু দিকে টান যার - বহুব্রীহি
উচ্ছৃঙ্খল - শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত - অব্যয়ীভাব
বইপুস্তক - বই ও পুস্তক - দ্বন্দ্ব সমাস
কুস্ভকার - কুস্ভ করে যে - উপপদ তৎপুরুষ
সেতার - সে (তিন) তার যে যন্ত্রের - বহুব্রীহি
যুগান্তর - অন্য যুগ - নিত্য সমাস
কানাকানি - কানে কানে যে কথা - ব্যতিহার বহুব্রীহি

(** ২০২০ এ অটোপাশ এবং ২০২১ এ বাংলা পরীক্ষা হয় নি।)

চট্টগ্রাম বোর্ড - ২০১৯

প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম

আমরণ - মরণ পর্যন্ত - অব্যয়ীভাব
নদীমাতৃক - নদী মাতা যার - বহুব্রীহি
সাত-সতের- সাত ও সতের- দ্বন্দ্ব সমাস
ভবনদী- ভব রূপ নদী- রূপক কর্মধারয়
রাজহংস- হংসের রাজা - ষষ্ঠী তৎপুরুষ
কাজলকালো - কাজলের ন্যায় কালো - উপমান কর্মধারয়
পকেটমার-পকেট মারে যে -উপপদ তৎপুরুষ
সপ্তর্ষি - সপ্ত ঋষির সমাহার - দ্বিগু সমাস

(*২০১৮ সালে সকল বোর্ডে একই প্রশ্ন)

চট্টগ্রাম বোর্ড - ২০১৭

প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম

কালান্তর - অন্য কাল - নিত্য সমাস
হিতাহিত - হিত ও অহিত - দ্বন্দ্ব সমাস
ত্রিফলা - তিন ফলের সমাহার - দ্বিগু সমাস
প্রগতি - প্র (প্রকৃষ্ট) যে গতি - প্রাদি সমাস
ধর্মঘট - ধর্ম রক্ষার্থে যে ঘট - কর্মধারয়
উর্ণনাভ - উর্ণ নাভিতে যার - বহুব্রীহি
যথেষ্ট - ইষ্টকে অতিক্রম না করে - অব্যয়ীভাব
বাগদত্তা - বাক দ্বারা দত্তা - ওয়া তৎপুরুষ

চট্টগ্রাম বোর্ড - ২০১৬

প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম

ফুলকুমারী - কুমারী ফুলের ন্যায় - উপমিত কর্মধারয়
স্বাক্ষর - স্ব (নিজ)-এর অক্ষর - ষষ্ঠী তৎপুরুষ
পসুরি - পাঁচ সের পরিমাণ যার - বহুব্রীহি
ফৌজদারি আদালত - ফৌজদারি বিচারকাজ হয় যে আদালতে- বহুব্রীহি
উর্ণনাভ - উর্ণ নাভিতে যার - বহুব্রীহি
ইন্দ্রজিৎ - ইন্দ্রকে জয় করেছে যে - উপপদ তৎপুরুষ
সৈন্যসামন্ত - সৈন্য ও সামন্ত - দ্বন্দ্ব সমাস

কুমিল্লা বোর্ড - ২০২২

প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম

যুগান্তর - অন্য যুগ - নিত্য সমাস

শিক্ষক - শিক্ষা দেন যিনি - বহুব্রীহি

নদীমাতৃক - নদী মাতা যার - বহুব্রীহি

চরণকমল - চরণ কমলের ন্যায় - উপমিত কর্মধারয়

সবান্বব - বান্ধবসহ বর্তমান - বহুব্রীহি

শতাব্দী - শত অব্দের সমাহার - দ্বিগু সমাস

পদ্মা-মেঘনা-যমুনা - পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা - দ্বন্দ্ব

উপকণ্ঠ - কণ্ঠের সমীপে - অব্যয়ীভাব

(** ২০২০ এ অটোপাশ এবং ২০২১ এ বাংলা পরীক্ষা হয় নি।)

কুমিল্লা বোর্ড - ২০১৯

প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম

আঁট-সাঁট - আঁট ও সাঁট - দ্বন্দ্ব

গৃহস্থ - গৃহে থাকে যে - উপপদ তৎপুরুষ

তপোবন-তপের নিমিত্ত বন -চতুর্থী তৎপুরুষ

গণতন্ত্র - গণের তন্ত্র - ষষ্ঠী তৎপুরুষ

অনাহূত - ন আহূত - নঞ তৎপুরুষ

বিমনা - বিচলিত মন যার -বহুব্রীহি সমাস

নবরত্ন-নব রত্নের সমাহার - দ্বিগু সমাস

অনুরণন -পশ্চাৎ রণন- অব্যয়ীভাব।

(*২০১৮ সালে সকল বোর্ডে একই প্রশ্ন)

কুমিল্লা বোর্ড - ২০১৭

প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম

কাজলকালো - কাজলের ন্যায় কালো - উপমান কর্মধারয়

পথেঘাটে - পথে ও ঘাটে - অলুক দ্বন্দ্ব

অনাশ্রিত - নয় আশ্রিত - নঞ তৎপুরুষ

উর্ণনাভ - উর্ণ নাভিতে যার - বহুব্রীহি

অপরান্ন - অহ্নের অপর ভাগ - ষষ্ঠী তৎপুরুষ

বজ্রকঠোর - বজ্রের ন্যায় কঠোর - উপমান কর্মধারয়

রাষ্ট্রপতি - রাষ্ট্রের পতি - ষষ্ঠী তৎপুরুষ

ভবনদী - ভব রূপ নদী - রূপক কর্মধারয়

(*২০১৬ সালে কুমিল্লা বোর্ডে সমাস থেকে প্রশ্ন হয় নি।)

সিলেট বোর্ড - ২০২২

প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম

রাজপথ - পথের রাজা - ষষ্ঠী তৎপুরুষ

অনাশ্রিত - নয় আশ্রিত - নঞ তৎপুরুষ

গ্রামান্তর - অন্য গ্রাম - নিত্য সমাস

দিগ্বিদিক - দিক ও বিদিক - দ্বন্দ্ব সমাস

উপনদী - নদীর সদৃশ - অব্যয়ীভাব

সেতার - সে (তিনি) তার যে যন্ত্রের - বহুব্রীহি

অহিনকুল - অহি ও নকুল - দ্বন্দ্ব সমাস

উদ্বেল - বেলাকে অতিক্রান্ত - অব্যয়ীভাব

(** ২০২০ এ অটোপাশ এবং ২০২১ এ বাংলা পরীক্ষা হয় নি।)

(*২০১৯ সালে সিলেট বোর্ডে সমাস থেকে প্রশ্ন হয় নি।)

(*২০১৮ সালে সকল বোর্ডে একই প্রশ্ন)

সিলেট বোর্ড - ২০১৭

প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম

অহোরাত্র - অহ ও রাত্রি - দ্বন্দ্ব সমাস

বিশালক্ষী - বিশাল অক্ষি যার - বহুব্রীহি

পকেটমার - পকেট মারে যে - উপপদ তৎপুরুষ

সপ্তডিঙ্গা - সপ্ত ডিঙ্গার সমাহার - দ্বিগু সমাস

মকরমুখো - মকরের মুখের ন্যায় মুখ যার - বহুব্রীহি

অতীন্দ্রিয় - ইন্দ্রিয়কে অতিক্রান্ত - অব্যয়ীভাব

গুরুভক্তি - গুরুকে ভক্তি - চতুর্থী তৎপুরুষ

ব্যাক্যান্তর - অন্য বাক্য - নিত্য সমাস

সিলেট বোর্ড - ২০১৬

প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম

আয়কর - আয়ের উপর ধার্য কর - কর্মধারয়

যথেষ্ট - ইষ্টকে অতিক্রম না করে - অব্যয়ীভাব

কুস্তকার - কুস্ত করে যে - উপপদ তৎপুরুষ

রাজনীতি - রাজার নীতি - ষষ্ঠী তৎপুরুষ

অনাশ্রিত - নয় আশ্রিত - নঞ তৎপুরুষ

গুণমুগ্ধ - গুণে মুগ্ধ - ৭মী তৎপুরুষ

বজ্রকঠোর - বজ্রের ন্যায় কঠোর - উপমান কর্মধারয়

আমরা - সে, তুমি ও আমি - দ্বন্দ্ব সমাস

ময়মনসিংহ বোর্ড - ২০২২: জন্মান্ব, আমরা,পাপমতি,মনমাঝি,
বিলাতফেরত, সেতার, নদীমাতৃক, আলুনি। * (নতুন বোর্ড)

সমাস অনুসারে অনুশীলন

দ্বন্দ্ব সমাস

আমরা-সে, তুমি ও আমি = দ্বন্দ্ব সমাস
হাতে-পায়ে-হাতে ও পায়ে = দ্বন্দ্ব সমাস
সাপে-নেউলে - সাপে ও নেউলে = দ্বন্দ্ব সমাস
বনেবাদাড়ে - বনে ও বাদাড়ে = দ্বন্দ্ব সমাস
পথে-প্রান্তরে - পথে ও প্রান্তরে = দ্বন্দ্ব সমাস
দুধেভাতে - দুধে ও ভাতে = দ্বন্দ্ব সমাস
হিতাহিত - হিত ও অহিত = দ্বন্দ্ব সমাস
সৈন্যসামন্ত - সৈন্য ও সামন্ত = দ্বন্দ্ব সমাস
সাতসতের - সাত ও সতের = দ্বন্দ্ব সমাস
সত্যাসত্য - সত্য ও অসত্য = দ্বন্দ্ব সমাস
শীতাতপ - শীত ও আতপ = দ্বন্দ্ব সমাস
লেনদেন - লেন ও দেন = দ্বন্দ্ব সমাস
রক্তমাংস - রক্ত ও মাংস = দ্বন্দ্ব সমাস
মরাবাঁচা - মরা ও বাঁচা = দ্বন্দ্ব সমাস
ভালোমন্দ - ভালো ও মন্দ = দ্বন্দ্ব সমাস
পথেঘাটে - পথে ও ঘাটে = দ্বন্দ্ব সমাস
দোয়াত-কলম-দোয়াত ও কলম = দ্বন্দ্ব
দেখাশোনা - দেখা ও শোনা = দ্বন্দ্ব
দাকুমড়া - দা ও কুমড়া = দ্বন্দ্ব সমাস
দম্পতি - জায়া(দম) ও পতি = দ্বন্দ্ব সমাস
জনমানব - জন ও মানব = দ্বন্দ্ব সমাস
কুশীলব - কুশ ও লব = দ্বন্দ্ব সমাস
অহিনকুল - অহি ও নকুল = দ্বন্দ্ব সমাস
অহোরাত্র - অহন ও রাত্রি = দ্বন্দ্ব সমাস
আজকাল - আজ ও কাল = দ্বন্দ্ব সমাস

তৎপুরুষ সমাস

আমকুড়ানো - আমকে কুড়ানো = ২য়া তৎপুরুষ
তিমিরবিদারি - তিমিরকে বিদারী = ২য়া তৎপুরুষ
বইপড়া - বইকে পড়া = ২য়া তৎপুরুষ
জনাকীর্ণ - জন দ্বারা আকীর্ণ = ৩য়া তৎপুরুষ
মনগড়া - মন দ্বারা গড়া = ৩য়া তৎপুরুষ
মেঘলুপ্ত - মেঘ দ্বারা লুপ্ত = ৩য়া তৎপুরুষ
তপোবন - তপের নিমিত্ত বন = ৪র্থী তৎপুরুষ

দেবদত্ত - দেবকে দত্ত = ৪র্থী তৎপুরুষ
দেশপলাতক - দেশথেকে পলাতক = ৫মী তৎপুরুষ
বিলাতফেরত - বিলাত থেকে ফেরত = ৫মী তৎপুরুষ
খেয়াঘাট - খেয়ার ঘাট = ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গল্পপ্রেমিক - গল্পের প্রেমিক = ষষ্ঠী তৎপুরুষ
চাবাগান - চায়ের বাগান = ষষ্ঠী তৎপুরুষ
পাষণত্বপ - পাষণের ত্বপ = ষষ্ঠী তৎপুরুষ
পুষ্পসৌরভ - পুষ্পের সৌরভ = ষষ্ঠী তৎপুরুষ
রাজনীতি - রাজার নীতি = ষষ্ঠী তৎপুরুষ
রাজপথ - পথের রাজা = ষষ্ঠী তৎপুরুষ
রাজহংস - হংসের রাজা = ষষ্ঠী তৎপুরুষ
অকালমৃত্যু - অকালে মৃত্যু = ৭মী তৎপুরুষ
গাছপাকা - গাছে পাকা = ৭মী তৎপুরুষ
গুণমুগ্ধ - গুণে মুগ্ধ = ৭মী তৎপুরুষ
বনভোজন - বনে ভোজন = ৭মী তৎপুরুষ
সলিলসমাধি - সলিলে সমাধি = ৭মী তৎপুরুষ
জাদুকর - জাদু করে যে = উপপদ তৎপুরুষ
পকেটমার - পকেট মারে যে = উপপদ তৎপুরুষ
দ্রুতগামী - দ্রুত গমন করে যে = উপপদ তৎপুরুষ
পঙ্কজ - পঙ্কে জন্মে যা = উপপদ তৎপুরুষ
প্রভাকর - প্রভা করে যে = উপপদ তৎপুরুষ
অক্ষত - নয় ক্ষত = নঞ তৎপুরুষ
অনতিবৃহৎ - নয় অতি বৃহৎ = নঞ তৎপুরুষ
অনাচার - নেই আচার = নঞ তৎপুরুষ
বেহিসাবি - নয় হিসাবি = নঞ তৎপুরুষ
অনেক - ন এক = নঞ তৎপুরুষ
নিরর্থক - নয় অর্থক = নঞ তৎপুরুষ

দ্বিগু সমাস

চতুর্দশপদী - চতুর্দশ পদের সমাহার = দ্বিগু
তেপান্তর - তে (তিন) প্রান্তরের সমাহার = দ্বিগু
তেমাথা - তে (তিন) মাথার সমাহার = দ্বিগু
তেরোনদী - তেরো নদীর সমাহার = দ্বিগু
ত্রিফলা - ত্রি ফলের সমাহার = দ্বিগু সমাস
ত্রিলোক - ত্রি লোকের সমাহার = দ্বিগু সমাস
নবরত্ন - নব রত্নের সমাহার = দ্বিগু সমাস

পঞ্চবটী - পঞ্চ বটের সমাহার = দ্বিগু সমাস
 পঁসুরি- পাঁচ সেরের সমাহার= দ্বিগু সমাস
 শতাব্দী - শত অব্দের সমাহার = দ্বিগু সমাস
 সপ্তাহ - সপ্ত অহের সমাহার = দ্বিগু সমাস
 সপ্তর্ষি - সপ্ত ঋষির সমাহার = দ্বিগু সমাস
 সপ্তডিঙ্গা - সপ্ত ডিঙ্গার সমাহার = দ্বিগু সমাস
 দ্বিগু - দ্বি গো-র সমাহার = দ্বিগু সমাস

বহুব্রীহি সমাস

অল্পপ্রাণ - অল্প প্রাণ যার = বহুব্রীহি
 আশীবিস - আশীতে বিস যার = বহুব্রীহি
 কোলাকুলি - কোলে কোলে যে মিলন = বহুব্রীহি
 উর্ণনাভ - উর্ণা নাভিতে যার = বহুব্রীহি
 তেপায়া - তে পায়া আছে যাতে = বহুব্রীহি
 দশানন - দশ আনন যার = বহুব্রীহি
 নদীমাতৃক - নদী মাতা যার = বহুব্রীহি
 নীলকণ্ঠ - নীল কণ্ঠ যার= বহুব্রীহি
 বিশালাক্ষী - বিশাল অক্ষি যার = বহুব্রীহি
 বীণাপাণি - বীণা পানিতে যার = বহুব্রীহি
 মন্দভাগ্য - মন্দ ভাগ্য যার = বহুব্রীহি
 সহোদর - সমান উদর যার= বহুব্রীহি
 কানাকানি - কানে কানে যেকথা = ব্যতিহার বহুব্রীহি
 কোলাকুলি -কোলে কোলে যে মিলন = ব্যতি. বহুব্রীহি
 অনাশ্রিত - নেই আশ্রয় যার = নঞ বহুব্রীহি
 অনৈক্য - নেই ঐক্য যার = নঞ বহুব্রীহি
 বেওয়ারিশ - নেই ওয়ারিশ যার = নঞ বহুব্রীহি
 গায়েহলুদ - গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = অলুক বহুব্রীহি
 দ্বীপ- দু দিকে অপ যার = সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি

নিত্য সমাস

কালান্তর - অন্য কাল = নিত্য সমাস
 দেশান্তর- অন্য দেশ = নিত্য সমাস

মো. হুমায়ন ফরিদ

প্রভাষক (বাংলা)

বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

নির্ব্বার, ঢাকা সেনানিবাস।

কথাসংখ্যা- ০১৭২৫৮৮৯৫১১

কর্মধারয়

নবপৃথিবী - নব যে পৃথিবী = কর্মধারয়
 মিঠেকড়া - যা মিঠা তাই কড়া = কর্মধারয়
 আয়কর - আয়ের উপর কর = কর্মধারয়
 গণতন্ত্র - গণ নিয়ন্ত্রিত তন্ত্র = কর্মধারয়
 জয়মুকুট - জয়সূচক মুকুট = কর্মধারয়
 ধর্মঘট - ধর্ম রক্ষার্থে ঘট= মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
 প্রাণভয়- প্রাণ হারানোর ভয়= মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
 বিরানব্বই - বি(দ্বি) অধিক নব্বই = " কর্মধারয়
 জ্যোৎস্নারাত - জ্যোৎস্না শোভিত রাত = " কর্মধারয়
 সিংহাসন - সিংহ চিহ্নিত আসন = " কর্মধারয়
 কচুকাটা - কচুর মতো কাটা = উপমান কর্মধারয়
 কাজলকালো - কাজলের ন্যায় কালো = " কর্মধারয়
 কুসুমকোমল - কুসুমের ন্যায় কোমল = " কর্মধারয়
 বজ্রকণ্ঠ - বজ্রের ন্যায় কণ্ঠ = উপমান কর্মধারয়
 বাহুলতা - বাহু লতার ন্যায় = উপমিত কর্মধারয়
 ফুলকুমারী - কুমারী ফুলের ন্যায় = উপমিত কর্মধারয়
 বিষাদসিন্ধু - বিষাদ রূপ সিন্ধু = রূপক কর্মধারয়
 ভবনদী - ভব রূপ নদী = রূপক কর্মধারয়
 মোহনিদ্রা - মোহ রূপ নিদ্রা = রূপক কর্মধারয়

অব্যয়ীভাব

উদ্বেল - বেলাকে অতিক্রান্ত = অব্যয়ীভাব
 উপজেলা - জেলার ক্ষুদ্র = অব্যয়ীভাব
 যথারীতি - রীতিকে অতিক্রম না করে = অব্যয়ীভাব
 যথাসাধ্য - সাধ্যকে অতিক্রম না করে = অব্যয়ীভাব
 আলুনি - নুনের অভাব = অব্যয়ীভাব

প্রাদি সমাস

প্রগতি - প্র (প্রকৃষ্ট) যে গতি = প্রাদি সমাস
 প্রবচন- প্র(প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রাদি সমাস
 প্রভাত- প্র(প্রকৃষ্ট) যে ভাত=প্রাদি সমাস

ভূতপূর্ব

প্রভাষক- ইম্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস

সহকারী শিক্ষক - পুলিশ লাইন্স স্কুল ও কলেজ, রংপুর

সহকারী শিক্ষক - সাভার ল্যাবরেটরি স্কুল